মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে এনসিপির ১৩ দফা কর্মসূচি ঘোষণা

মেহেরপুরের উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে ‘কেমন মেহেরপুর চাই’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা করেছে ন্যাশনাল নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় জেলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে ১৩ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

সেগুলো হলো- মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল ক্লাসরুম ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন, কারিগরি ও ক্যারিয়ারমুখী শিক্ষায় জোর দেওয়া এবং মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও নার্সিং ইন্সটিটিউট চালুর উদ্যোগ। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও ওষুধ নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ উদ্যোগ। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও কৃষকের অধিকার রক্ষায় কৃষকদের ফসলের সঠিক দাম নিশ্চিত, সহজলভ্য কৃষিঋণ, কৃষি বীমা চালু এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান। যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরিতে স্থানীয় শিল্প ও ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা (SME) প্রতিষ্ঠা, স্টার্টআপ ফান্ড চালু ও তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। নারীর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য নারীদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে মেহেরপুরে রেল যোগাযোগ চালু, আঞ্চলিক সড়ক ও মহাসড়কের উন্নয়ন, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ ও গ্রামীণ রাস্তার আধুনিকীকরণ। শিল্প ও ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনে আম, পাট ও কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা। মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নিরাপত্তায় মাদক নির্মূলে কঠোর আইন প্রয়োগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি

এবং তরুণ সমাজকে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। পর্যটন ও সংস্কৃতি বিকাশে মেহেরপুরের পর্যটনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা, স্থানীয় লোকসংগীত ও ঐতিহ্য বিশ্বে তুলে ধরা। দুর্নীতি দমন ও সুশাসনে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের লক্ষ্যে নদী-খাল খনন ও পুনরুদ্ধার, গাছ লাগানো-সবুজায়ন কর্মসূচি এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার। ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নে প্রত্যেক ইউনিয়নে খেলার মাঠ সংরক্ষণ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং তরুণদের মাদকমুক্ত রাখতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা।

মেহেরপুর পার্লামেন্ট গঠনের লক্ষ্যে জেলার স্বার্থরক্ষা ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের মতামত নিশ্চিত করতে সব দল-মতের প্রতিনিধিদের নিয়ে “মেহেরপুর পার্লামেন্ট” গঠন করা হবে। এতে জেলার বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমস্যা-সমাধান নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হবে।

এসময় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বি, সদস্য মোঃ তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব-ই-তৌহিদ রবিন, আমির হামজা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচী ঘোষণা শেষে শাকিল আহমাদ বলেন, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া এবং একটি শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, কর্মমুখী ও মাদকমুক্ত মেহেরপুর গড়ে তোলাই এনসিপির লক্ষ্য।

মতবিনিময় সভায় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মো: মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা যুগ্ম সমন্বয়কারী আসিক রাব্বি, সদস্য মোঃ তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, মাহাবুব-ই-তৌহিদ রবিন, আমির হামজাসহ জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

“মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন

পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গাংনীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন। সেমিনারে নগর উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন গঠনমূলক বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেনী-পেশার মানুষ।

এসময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) আহম্মেদ আকতারুজ্জামান, ব্যাবস্তাপক, মো সাইফুর রহমান, ইয়ারুন নেছা ও পরামর্শক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৮ জুলাই) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোসা. খাদিজা আকতার, সরকারি শিশু পরিবারের (বালক) তত্ত্বাবধায়ক মো. তৌফিকুল রহমান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, কম্পিউটার অপারেটর মো. সজীব রহমান, প্রশিক্ষক এস. এম. রাসেল প্রমুখ।

মুজিবনগরে উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উপজেলা দিবস ও উন্নয়ন মেলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মুজিবনগর সমৃদ্ধি শাখার উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী, উন্নয়নে যুব সমাজ কর্মসূচির আওতায় যুব সমাজ, কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় কিশোর কিশোরী, এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন স্টলের মাধ্যমে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রতিটা ইভেন্ট হতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সোহেল রানাকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুল আলম এর সভাপতিত্বে,

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী
হাসানুজ্জামান, সহকারি উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী, রহিম আক্তার। সভাপতি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আত্মপ্রকাশ

‘ঝিনাইদহের উন্নয়নে, আমরা সবাই একসাথে’ এ শ্লোগানে আত্মপ্রকাশ করেছে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের আহার রেস্টুরেন্টের অডিটোরিয়ামে এ আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি মো. আশরাফুল ইসলাম সভাপতিত্ব সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. একেএম কামাল, ঢাকার নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের ডা. শফিউল আলম সোহাগ, বিজিএমইএ এর সদস্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, যশোর শিক্ষা বোর্ডের কন্ট্রোলার প্রফেসর ড. আব্দুল মতিন। সেসময় আরও বক্তব্য রাখেন ডা. হাসানুজ্জামান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, গাউস মোহাম্মদ গোর্কি, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেন, সদর হাসপাতালের গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. মার্ফিয়া খাতুন প্রমুখ।

সেসময় বক্তরা বলেন, ঝিনাইদহ উর্বর মাটির জনপদ। এই জেলার মানুষ কর্মঠ ও পরিশ্রমী। কিন্তু বিগত দিনে ঝিনাইদহে আশানুরূপ উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। দক্ষিণ বঙ্গের প্রবেশদ্বার খ্যাত ঝিনাইদহের উন্নয়নে রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি সাধারণ জনগনকে সোচ্চার হতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, ঝিনাইদহের উন্নয়নের জন্য পদ্মাসেতু রেললাইন প্রকল্প মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে হবে। যুগ যুগ ধরে এই জনপদের মানুষ উন্নয়ন বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই, জনগনকে নতুন করে নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্যটুকু আদায়ে জোর আওয়াজ তুলতে হবে। এসময় মাগুরা-ঝিনাইদহ ফোর লেন সড়ক নির্মাণ, মেডিকেল কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান বক্তারা। আলোচনা সভা শেষে কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প নিয়ে জটিল প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

মাটি যখন কারো না, সেখানে ভবন কীভাবে কারো হবে? মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে পন্ডের ঘাট এলাকায় গড়ে উঠছে একটি নতুন ভবনের স্বপ্ন। সে স্বপ্নের গায়ে লেগে আছে নিয়ম ভাঙার কালি। পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিশাল এক ভবন নির্মাণ প্রকল্পে দরপত্র আহ্বান করেছে যে জমির মালিকানাই এখনো সরকারের হাতে নেই। একটি স্থাপনা দাঁড়ায় যে জমির উপর, তার মালিকানা না নিশ্চিত করেই যেখানে ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি, এ যেন বালির উপর প্রাসাদ গড়ার মতো।

গ্রীষ্মের ধুলাঝরা বিকেলে যখন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে একটুকরো জমির ওপর দাঁড়ানো হয়, তখন বোঝা যায়- এটা কেবল একখণ্ড ভূমি নয়; এটা একজন মানুষের জীবনভিত্তি, উত্তরাধিকার, প্রজন্মের আশা। এই জমির মালিক মো. আশরাফুল হক বলছেন, ‘শহরের উপকন্ঠে বামনপাড়া মৌজায় ২৩২২ ও ২৩২৩ দাগের একবিঘা জমি অধিগ্রহণ করেন। আমার জমির

বাজারমূল্য তিন কোটি টাকা। সরকার আমাকে দিচ্ছে মাত্র ১ কোটি ৬ লাখ। দলিল হয়নি, অধিগ্রহণও সম্পন্ন নয়- তবু দরপত্র আহ্বান! এটা তো আইনের অপমান।”

তিনি আদালতের শরণাপন্ন হন এবং উচ্চ আদালত সেখানে স্থগিতাদেশ দেন। অথচ প্রশাসনের নির্লিপ্ততা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের তাড়া যেন আদালতের আদেশকেও বিব্রত করে।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ‘মো. ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স’ ইতোমধ্যে পেয়েছে কাজের দায়িত্ব। সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে চলতি মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত। ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, হাতে আছে মাত্র চোদ্দ দিন।একটি সরকারি দপ্তরের ভিত গড়তে গিয়ে যখন ন্যায়বিচারকে পাশ কাটিয়ে এগোনো হয়, তখন শুধু একটা ভবন নয়- আস্থা, আইন এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিও ক্ষয়ে যেতে থাকে।

ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, “জমি ক্রেতারা সাধারণত বিক্রেতার সাথে যেদামে ক্রয় চুক্তি করেন তার থেকে কমদামে দলিল রেজিস্ট্রি করেন। ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে যেমন বঞ্চিত হয়। তেমনি সরকার জমি অধিগ্রহণকালে রাস্ট্রিয় প্রয়োজনে জমি কেনা বেচায় জমির দাম না মেলাতে মামলা মোকদ্দমা বাড়ছে। ফলত, সরকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনসাধারণও পড়ে হয়রানির মধ্যে।”

জেলা প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, “জমির দাম নিয়ে আপত্তি থাকলে তা আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করা উচিত। কিন্তু দলিল সম্পন্ন না করে দরপত্র আহ্বান করা হলে সেটি প্রশাসনিক ও নৈতিক দুই দিক থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।”

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন,“জমি অধিগ্রহণ ও রেজিস্ট্রি শেষ না করে ভবনের দরপত্র ডাকা ঠিক হয়নি, স্বীকার করি। বিষয়টি প্রশাসনিক আলোচনায় রয়েছে।”

স্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিষয়টি নিয়ে। কেউ বলছেন, “আইনি জটিলতা নিয়ে শুরু হওয়া ভবন কখনো টেকসই হয় না,” কেউ বা বলছেন, “ব্যক্তি মালিকানার জমি দখল করে উন্নয়ন নয়, এটা তো অন্যায্য দখলদারি।”

বিশিষ্ট এক সমাজকর্মী বলেন,“সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পকে আমরা স্বাগত জানাই, কিন্তু তা যেন হয় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ভিতরে। জমির

ন্যায্য দাম না দিলে ভবিষ্যতে ক্ষোভ জন্ম নেবে, যা কোনো ভবনের ভিত্তির চেয়েও বিপজ্জনক।”

এই ঘটনা কেবল একটি জমি নিয়ে নয়, এটি একটি নৈতিক সংকট, একটি প্রশাসনিক গাফিলতির প্রতিচ্ছবি।যেখানে নিয়মের চেয়ে ‘তাড়াহুড়ো’র মূল্য বেশি, সেখানে ন্যায় ও উন্নয়ন সমান্তরালভাবে চলতে পারে না। প্রকল্প হয়তো শেষ হবে সময়মতো, ভবন উঠেও দাঁড়াবে, কিন্তু তার নিচে যে জমিটি এখনো ব্যক্তি মালিকানায়। ফলে সংকট হয়তো আরও গভীর ক্ষত রেখে যাবে সমাজে।

গাংনীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে “বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)”-এর আওতায় দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলীর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সোহেল পারভেজ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজসেবা কার্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন অফিসার কাজী মুনসুর আলী, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা, গাংনী

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুনসুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জুলফিকার আলী কানন ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি বদরুদ্দোজা মুকুল।

সেমিনারে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৮০ জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নয়নে সচেতনতামূলক কর্মশালা

মেহেরপুরে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নয়নে এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা’ শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. কামরুন নাহার, মেহেরপুর সদর থানার ইন্সপেক্টর (অপারেশন) জাহাঙ্গীর সেলিম, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে মূলত বড়রাই, কিন্তু তারা থাকে অদৃশ্যমান। যাদের দেখা যায় তারা তরুণ সমাজ। বিশেষ করে বেকার তরুণরা এসব কর্মকাণ্ডে সহজেই ব্যবহৃত হয়ে পড়ে।

অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থী, উদ্যোক্তা, এবং দপ্তরটির কর্মকর্তা- কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ৪০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে মঙ্গলবার (২ জুলাই) বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

এছাড়াও এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, জেলা মহিলা বিষয় অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া, জেলা জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হীরা। সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার কাজী আবুল মনসুর, সদর সমাজসেবা অফিসার (রেজি) মোঃ আনিছুর রহমান, শহর সমাজসেবা অফিসার মোঃ সোহেল মাহমুদ, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আব্দুল আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন, অনুদানের টাকা ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মাসিক সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) আয়োজিত সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমতিরি প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপত্বি করেন সংস্থার উপপরিচালক মোহা: কামরুল আলম।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাঃ ইমরান হোসেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মোঃ আরিফুল ইসলাম।

উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রদর্শনী, যথাক্রমে কৃষি, মৎস্য,ও প্রাণিসম্পদ খাতের প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগন বিভিন্ন প্রদর্শনীর আলোকে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও কারিগরি সহযোগিতা সহ সামগ্রীক বিষয় নিয়ে গঠন মূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত সমস্যা নিরশন নিয়ে আলোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অন্যদের মধ্যে পলাশীপাড়ার সমাজ কল্যান সমিতির বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা, সার ব্যবসায়ী, বীজ ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।